নাটোর | রেজি: নং-রাজ: ১৬১ | বুধবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৬ | ২৯ বর্ষ

The Weekly Hishab
সাপ্তাহিক হিসাব
অন্তরালের সকল হিসাব এক কাগজে

ধর্ম ও জীবন

চলনবিলের কিংবদন্তি হযরত ঘাসি দেওয়ান (রহঃ)

কালীপদ ঘোষের বাড়ীতে ঘাসি বাবার প্রধান কাজ ছিল গরু-বাছুর দেখাশুনা করা ও তাদের জন্য ঘাস কাটা। জনশ্রুতি আছে, এই ঘাস কাটার কাজ থেকেই তাকে সবাই ঘাসি দেওয়ান নামে ডাকতে থাকেন আর এই ভাবেই তিনি সবার নিকট ঘাসি দেওয়ান নামে পরিচিত হয়ে উঠেন। তবে ঘাসি বাবার আসল নাম সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। জনমুখে একথাও প্রচারিত আছে হযরত ঘাসি দেওয়ান (রহঃ) অন্য ভাইগণ নাটোর ও সিরাজগঞ্জ জেলার বিভিন্ন জায়গায় শায়িত আছেন ।

মোঃ কামাল পাশা, ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, সাতপুকুরিয়া দ্বিমূখী উচ্চ বিদ্যালয় প্রকাশ: ১৭ অক্টোবর ২০২৬

৪ মিনিট পাঠ



চলনবিলের প্রাণকেন্দ্রে অর্ধ সহস্রাব্দের কিংবদন্তি তিসিখালী মাজার। বর্ষায় নিমজ্জিত দ্বীপে তিসিখালী মাজার মাথা উঁচিয়ে জেগে থাকে। জনশ্রুতি আছে,বড়পীড় হযরত আব্দুল কাদের (রহঃ) র নির্দেশে হযরত ঘাসি দেওয়ান (রহঃ) আরব দেশ থেকে ইসলাম প্রচারে নাটোরে আসেন। সিংড়া র গৃহস্থ বাড়িতে গবাদীপশু পরিচর্যা ও শুষ্ক মৌসুমে চলনবিল থেকে ঘাস সংগ্রহের কাজ নেন।

আবার জনশ্রুতি আছে প্রায় ৫০০ শত বৎসর পূর্বে উপ মহাদেশে যখন হিন্দুদের মিথ্যা ও কুসংস্কারের রাজত্ব চলছিল, ঠিক সেই ক্রান্তি লগ্নে সুদুর আরব থেকে সাত ভাই সহ হযরত শাহ মখদুম রূপস (রহঃ) এর সঙ্গে এই দেশে আগমন ঘটে বাবা ঘাসি দেওয়ান (রহঃ) । হযরত শাহ মখদুম (রহঃ) এর সংগে অগনিত ভক্ত ইসলাম প্রচারে এদেশে আসেন। তার ভক্তগণের মধ্যে কেউ ইসলাম প্রচার আবার কেউ মানব সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এদের মধ্যে হযরত ঘাসি দেওয়ান (রহঃ) বাবা একজন উল্লেখযোগ্য । তিনি আমাদের আউলিয়ার দেশ পূণ্যস্নাত ভূমি চলনবিলের মধ্যে এসে মানব সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। কথিত আছে হযরত শাহ মখদুম রূপস (রহঃ) এর নির্দেশ অনুযায়ি হযরত ঘাসি দেওয়ান (রহঃ) বাবা চলনবিলের এই ভূমিতে এসেছিলেন।

সেই সময় এই এলাকায় নদীর ধার ঘেঁসে তিল-তিসির আবাদ হত এবং বাঁকী এলাকা জঙ্গল ও

পরিত্যাক্ত ছিল। হযরত ঘাসি দেওয়ান (রহঃ) বাবা রাজশাহী হতে সাতপুকুরিয়া, হিজলী ও ডাহিয়ার মাঝখানে চলনবিলের এই ভুমিতে এসে উপস্থিত হন। কথিত আছে ঘাসি বাবা জমির ফসল পরখ করার জন্য তিল মুখে দিয়ে খেয়ে ফেলেন। জমির মালিকের বিনা অনুমতিতে তিল খেয়ে ঘাসি বাবা চিন্তিত হয়ে পরেন এবং জমির মালিকের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনার জন্য জমির মালিকের খোজ করতে থাকেন। একসময় জমির মালিকের সন্ধান পেয়ে যান। সেই জমির মালিক ছিলেন ডাহিয়া গ্রামের কালীপদ ঘোষ । ঘাসি বাবা জমির মালিকের খোজ পেয়ে কালীপদর বাড়ীতে ছুটে যান এবং তিল খাওয়ার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বিনিময়ে ঘাসি বাবা তার বাড়ীতে ১২ বৎসর কাজ করার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। ঘাসি বাবার তিল খাওয়ার বিষয় ও ক্ষমা প্রার্থনায় কালীপদ ঘোষ একটু আশ্চর্য হন। কালীপদ ঘোষ চতুরতার সহিত ঘাসি বাবাকে শর্তসাপেক্ষ কাজে নিয়োগ করেন।

কালীপদ ঘোষের বাড়ীতে ঘাসি বাবার প্রধান কাজ ছিল গরু-বাছুর দেখাশুনা করা ও তাদের জন্য ঘাস কাটা। জনশ্রুতি আছে, এই ঘাস কাটার কাজ থেকেই তাকে সবাই ঘাসি দেওয়ান নামে ডাকতে থাকেন আর এই ভাবেই তিনি সবার নিকট ঘাসি দেওয়ান নামে পরিচিত হয়ে উঠেন। তবে ঘাসি বাবার আসল নাম সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। জনমুখে একথাও প্রচারিত আছে হযরত ঘাসি দেওয়ান (রহঃ) অন্য ভাইগণ নাটোর ও সিরাজগঞ্জ জেলার বিভিন্ন জায়গায় শায়িত আছেন ।

লোকমুখে হযরত ঘাসি দেওয়ান (রহঃ) এর অনেক অলৌকিক ঘটনার বর্ননা শোনা যায়। হযরত ঘাসি দেওয়ান (রহঃ) যখন কালীপদ ঘোষের বাড়ীতে কাজ করতেন এবং গভীর রাত পর্যন্ত আধ্যাত্মিক ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন। ঘোষ এই সব দেখে অনুমান করেছিলেন তিনি কোন সাধারন মানুষ নন। সেই কারনে ঘোষ গোপনে ঘাসি বাবার কর্মকান্ড পর্যবেক্ষন করতে থাকেন। একদিন ঘোষের এক মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠান চলছিল। ঐ সময় ব্যাপক বৃষ্টি হচ্ছিল। ঘোষের স্ত্রী ঘাসি বাবাকে সামনের ঘর থেকে দইয়ের ভাঁড় আনতে বললেন। ঘাসি বাবা তৎক্ষনাত হাত বাহির করে সামনের ঘর থেকে দইয়ের ভাঁড় এনে দেয়। এই দৃশ্য দেখে ঘোষের স্ত্রী অজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।

একদিন ঘাসি বাবা নৌকা নিয়ে বিলে ঘাস কাটতে যান। হটাৎ প্রচন্ড ঝড় শুরু হয়। ঘাসি বাবা নৌকা থেকে একটা পা পানিতে নামিয়ে দিয়ে নৌকায় বসে থাকেন এবং নৌকা অলৌকিক ভাবে চলতে থাকে। তার পর বিল থেকে অলৌকিক ভাবে ঘাস উঠে নৌকা ভরে যায়। এই দৃশ্য বিলে থাকা রাখালরা দেখে হতবাগ হয়ে পড়ে এবং ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ে।

একদিন ঘাসি দেওয়ান (রহঃ) মাঠে গরু ছেড়ে আধ্যাত্মিক ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। গরুগুলি

ঘাসের সাথে পার্শ্ববর্তি জমির ফসল খেয়ে ফেলে। জমির মালিক, গৃরস্থ ঘোষের বাড়িতে অভিযোগ করে। পরদিন গ্রামবাসী জমিতে গিয়ে ফসলাদি পূর্বাবস্থায় দেখে বিষ্মিত হয়। দেওয়ান কাজ শেষে মাছ ভাত খেয়ে গৃহস্থ বাড়ির প্রধানকে জানান, এই মাছ হালাল ছিলো না। মালিক কৌতুহলী হয়ে দেওয়ান সাহেবকে অনুসরণ করেন।গভীর রাতে তার ঘর থেকে অদ্ভুত উজ্জ্বল আলোর বিচ্ছুরণ দেখতে পায়। কিছু সময় পর ঘাসি দেওয়ান বাবা পুকুরে গিয়ে নিজের পেট কেটে,খেয়ে ফেলা মাছ পরিস্কার করে গামছায় পেট বেঁধে ফিরে আসেন। অদ্ভুত এই ঘটনা দেখে গৃহস্থ কালীপদ ঘোষ ঘাসি দেওয়ান (রহঃ) র শিষ্যত্ব গ্রহন করেন। এভাবে ক্রমেই হযরত ঘাসি দেওয়ান (রহঃ) র অলৌকিক কাহিনী ছড়িয়ে পড়েলে, অনন্য এই সাধক পুরুষের অগণিত অনুসারী জুটে যায়। তিনি চলনবিল এলাকায় ইসলাম প্রচার, প্রসার ও সমাজ সেবায় ব্রতী হন।

সিংড়ার ইটালী ইউনিয়নে তিসিখালী মাজারে হযরত ঘাসি দেওয়ান (রহঃ) ও দুইজন ঘনিষ্ঠ সহচরের দাফন রহস্যে আবৃত। জনশ্রুতি আছে হযরত ঘাসি দেওয়ান (রহঃ) এক গভীর রাতে দুজন শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে নৌকা যোগে বর্তমানে যে জায়গায় মাজার আছে, সেই জায়গায় উপস্থিত হন। সেই সময় জায়গাটি একটি বিশাল দহ বা বিলের নিচু স্থান ছিল। সেই দহে ঘাসি দেওয়ান বাব দুই জন শিষ্য সহ অন্তর্ধান (গায়েব) হন। পরবর্তীতে দহটি বা নিচু স্থানটি সৃষ্টিকর্তার অসীম কুদরতে আস্তে আস্তে ভরাট হয়ে সমতল ভূমিতে পরিণত হয় এবং অলৌকিক ভাবে তিনটি মাজার জেগে উঠে। বর্তমানে সেই স্থানটি চলনবিল অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী তিসীখালী মাজার বা ঘাসি বাবার মাজার নামে পরিচিত। প্রতিদিন অসংখ্য গুণগ্রাহী তিসিখালী মাজার জিয়ারতে আসেন। প্রতি বছর চৈত্র মাসের ১৪ তারিখ এই মাজার প্রাঙ্গণে ঐতিহাসিক ওরস উদযাপন করা হয়।